জবিতে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ

আহত কাজল দেবনাথকে ক্লিনিকালি ডেড ঘোষণা

জবি সংবাদদাতা

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে শনিবার ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুরুতর আহত কাজল দেবনাথকে ক্লিনিকালি ডেড ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সকালে সংশ্লিষ্ট হসপিটাল কর্তৃপক্ষের এ ঘোষণার খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্যাম্পাস ও তার আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় বাংলা ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র কাজল দেবনাথকে প্রতিপক্ষ গ্রুপের নেতাকর্মীরা পুলিশের উপস্থিতিতে মারধর করে। মারধরের এক পর্যায়ে ছাত্রদল কর্মী শাওন লাঠি দিয়ে কাজলের মাথায় আঘাত করে। পরে পুলিশ লাঠিসহ শাওনকে গ্রেফতার করে। আহত কাজলকে প্রথমে ট্রিটমেন্টের জন্য ঢাকা মেডিকাল কলেজ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আইসিইউ না থাকায় পৃ ১৫ >> ক ৪

আহত কাজল দেবনাথকে ক্লিনিকালি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাকে মগবাজারে রাশমনো জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত ডাক্তাররা তখন তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলে জানান। গতকাল সকালে হসপিটাল থেকে তাকে ক্লিনিকালি ডেড ঘোষণা করা হয়। এ খবর শুনে কাজলের মা লক্ষ্মীরানী দেবনাথ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃত শাওনকে মূল আসামি করে কাজল দেবনাথের মামা সঞ্জয় দেবনাথ একটি হত্যা মামলা করেন। কাজল দেবনাথ (২৩) বরিশাল জেলার হিজলা থানার বাউশিয়া গ্রামের বাবুলাল দেবনাথ ও লক্ষ্মীরানী দেবনাথের ছোট ছেলে। তার বড় দুই ভাই বর্তমানে ইনডিয়া আছেন। কাজল ২০০৩-০৪ সেশনে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির বাংলা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এ ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে নতুন নয়। প্রতিবার থানায় মামলা হয়। কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তারপর এক দিন সব ধামাচাপা পড়ে যায়। ছয় মাস আগেও ভূগোল ও পরিবেশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্র মনাকে এভাবেই নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী ক্যাডাররা। এর এক সপ্তাহ পর মাথায় রক্তক্ষরণে মারা যায় সে। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ধামাচাপা দিতে বেশ কয়েকবার মনার অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং থানায় মামলা করতে নিরুৎসাহিত করেন।

এ থানারই একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, পুরনো ঢাকার বিশাল ব্যবসায়িক এলাকা কোতোয়ালি থানার আন্ডারে। পুলিশের অনেক সাধনার পোস্টিং হয় নগরীর এ কোতোয়ালি থানায়। বড় বড় লবিইং আর মোটা অঙ্কের ঘুষ ছাড়া এখানে পোস্টিং মেলে না। থানার সঙ্গে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির ছাত্রনেতাদের সখ্যের কারণে এ এলাকাগুলো থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা এবং ঘুষের টাকার ভাগ বাটোয়ারা হয় ছাত্রনেতা আর থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে।